দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

স্নাতক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের সাফল্য ও সম্ভাবনা

আধনিক বিজ্ঞানের কলা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। শুধুমাত্র তাত্বিক জ্ঞান নয় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য আজকের বিশ্বে প্রশিক্ষণের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদুর প্রসারী। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতিষ্ঠিত গ্রায়াজুয়েট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট জিটি আই এই প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে অর্জন করেছে বিরাট সাফল্য। দেশের পরিধি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকভাবেও এই প্রতিষ্ঠানটির অবদান ও সাফল্য আজ স্বীকৃত; যা বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছে মর্যাদার আসনে। এর জন্য সমগ্র জাতি আজ গর্বিত।

বাংলাদেশ, সরকার-এর একটি অনুমোদিত প্রকল্প হিসেবে গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালে। লক্ষ্য ছিল দক্ষ কৃষি বিশেষজ্ঞদের প্রযুক্তিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কলষিসহ দেশের সার্বিক উইন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে কৃষি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। এই লক্ষ্যেকে বাস্তবায়িত করার জন্যজিটি আই বিগত দশক ধরে সাধকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। ইনষ্টিটিউট এর দক্ষ পরিচালক এবং শিক্ষকবৃন্দের নিরলস নিবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিফস্বরুপ জিটি আই ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট পদক হিসেবে স্বর্ণ পদক লার করে। পদক গ্রহণ করেন ইনষ্টিটিউটের পরিচালক এবং কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষার একজন খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডঃ আবদুল হালিম। জিটি আইকে গড়ে মোলার ব্যাপারে তাঁর অধ্যসবায়, কর্মস্পৃহা ও নিষ্ঠার কথা আজ স্বর্জনবিদিত।

প্রাপ্য তথ্য মোতাবেক গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ১শ' ১০টি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন বিদেশী কর্মকর্তা, গণ মাধ্যম কর্মী, সরকারী, আধা-সরকারী ও বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ৩ হাজার ২শ' ২২জন কর্মকর্তা। সেব কোর্সের মধ্যে ৪টির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরমধ্যে ২টি হলো সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং অপর ২টি বিদেশী কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স। শ্রীলংকার ট্রেনিং এণ্ড ভিজিট (টি এণড ভি) প্রকল্পের কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে প্রথম ব্যাচের যাত্রা ১৯৮৪ সালে। বিশ্বব্যাংকের অর্থানুকুল্যে পরবর্তীতে এধরনের আরো ২টি প্রশিক্ষণ কোর্স সাফল্যের সংগে সমাপ্ত হয়েছে। এই ৩টি কোর্সে সর্বমোট ৬০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ লাভ করেন। অন্যদিকে গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য আয়োজিত ২টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন জাতীয় সংবাদ রেডিও এবং টেলিভিশনের ৪৫ জন সাংবাদিক। কোর্সগুলি পরিচালনা করেন দেশ-বিদেশের খ্যাত নামা বিশেষজ্ঞগণ। জিটি আই প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কোর্স আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হওয়ায় নেপাল, ভুটান, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড ও বার্মার শিক্ষার্থীরাও এই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন বলে জানা গেছে। বিশ্বব্যাংক এব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহ্যা সহযোগিতা প্রদান করবে।

জিটি আই বর্তমানে ৩ ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। এগুলো হচ্ছে চাকরিকালীন, চাকরি পরবর্তী পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণ কোস। প্রর্সি। প্রতিবছর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েক শ' ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেে থাকেন। চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ ছাড়াও ইনস্টিটিউটে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রীধারী এসব ছাত্র-ছাত্রীগণ চাকরিপূর্ণ ইনক্যাম্পাস ও আউট ক্যাম্পাস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের সীমামিত এবং এবং প্রশিক্ষণকাল অর্জিতবাস্তব বাস্তত সমস্যা ও অভিজ্ঞতার ভিটি আই এখন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সম্পূর্ণ দেশোপযোগী একটি সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য অপরদিকে প্রশিক্ষণ কোর্সগুলির মাধামে প্রশিক্ষণধারীরা গবেষণাখামার ব্যবস্থাপনা, কৃষি প্রকৌশল ও গ্রামীন প্রযুক্তি, জনসংখ্যা শিক্ষা কৃষি সম্প্রসারণ, অসি ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ে তাত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। এরফলে কর্মক্ষেত্রে তারা অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছি।

তবে শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যেই গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তার কর্মকান্ডকে সীমিত রাখেনি। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মূল্যায়ণ এবং কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা পরিচালনা ভিন্ন অন্যান্য শিক্ষামূলক কর্মকান্ডেও ইনস্টিটিউটের শিক্ষকবৃন্দ অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। জিটি আই এর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে নিয়মিভাবে প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা। এসব প্রকাশনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে ইনস্টিটিউটের সামগ্রিক সাফল্য ও কর্মকান্ডের বিস্তৃত বিবরণ। কিন্তু ব্যাপক সাফল্য ও সুনাম অর্জন সত্বেও গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আজ সরকারী অবহেলার শিকার। এরফলে ঐতিহ্যমন্ডিত এই প্রতিষ্ঠানটি আজ নানা সমস্যায় নিমজ্জিত। নির্মম হলেও সত্য যে, প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ বছর পরেও জিটি আই-এর প্রধান প্রশাসনিক ভবনটি আজও নির্মিত হয়নি। মূল ভবনের ইনস্টিটিউটকে বাধ্য হয়ে তার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও দপ্তর পরিচালনা করতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় একটি পুরাতন টিন শেডে। এতে করে জিটি আই এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। সরকারের অবহেলার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যলয় কর্তৃপক্ষও প্রশিক্ষণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে কোন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কে্ত্তনদর না থাকায় গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে অতি সহজেই এধরণের ঈকটি কে্ত্তনদর রূপে গড়ে তোলা যায়। কারণ আঞ্চলিক প্রশিক্ষন কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিকক অবকাঠামো কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রয়েছে।

মূল প্রশাসনিক ভবন নির্মিত হলেল এই সুবিধা আরো বিসতৃত হবে। প্রয়োজন সদাশয় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা এবং কার্যকর পদক্ষেপ। আমাদের বিশ্বাস সরকার প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জল ভুমিকা পাকলন কারী গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সকল সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন, প্রতিষ্ঠানটিকে পড়ে তুলতে একটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্ররূপে। জাতীয় স্বার্থের এজন্য অতিসত্বর পদক্ষেপ নেয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।

—মির্জা তারেকুল কাদের